সংবাদ

তারিখ ‥ 25 NOV 2015 …
পৃষ্ঠা ‥৬‥ কলাম‥‥৭‥‥

সম্পাদকীয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কাঠামোয় আনতে হবে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে
ইউজিসি। অনেক শিক্ষকই বেশিরভাগ সময় কর্মস্থলে উপস্থিত থাকছেন না। পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষসহ শিক্ষকদের অফিসকক্ষ দুপুরের পর তালাবদ্ধ থাকে।
অনেক শিক্ষক পরীক্ষার উত্তরপত্র বিলম্বে মূল্যায়ন করে থাকেন। এটা তাদের অভ্যাসে
পরিণত হয়েছে। অনেকেই একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক
হিসেবে কাজ করছেন। তাই নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা
অধিক সময় ব্যয় করছেন।

ঢাকা, জগন্নাথ, টেক্সটাইল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। ছুটি না নিয়েই তারা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত
থাকছেন। এরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও অর্থসংশ্লিষ্ট কাজেও জড়িত।
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড, সিন্ডিকেট সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিলের
সদস্য ও শিক্ষকদের তালিকা দেখলেই এসব অভিযোগের প্রমাণ মিলবে বলে ইউজিসি
মনে করে। ইউজিসি আরও মনে করে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এহেন
দায়িত্বহীন কাজকর্মের জন্য শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারেরও অর্থ
অপচয় হচ্ছে। একজন শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে কত ঘণ্টা ক্লাস নিতে হবে, এ ব্যাপারে
নিয়ম থাকলেও এর সঠিক কোন বাস্তবায়ন নেই।

গত শুক্রবার গণমাধ্যমে সরবরাহ করা ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্যই
তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদনটি রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে
দেয়া হয়। এরই উদ্ধৃতি দিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক গত সোমবার খবর প্রকাশ
করেছে।

বিষয়টি দুঃখজনক। তবে ইউজিসির প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়টি এখন আর গোপন
নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষকদের মূল দায়িত্ব ছেড়ে বিভিন্ন
মাধ্যমে আর্থিক উপার্জনে ব্যস্ত থাকার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে হাতেগোনা
দু-একটি প্রধান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ এখন সিভিল
সোসাইটির বিবেকে পরিণত হয়ে গেছেন। ফলে নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও
গবেষণায় ব্যস্ত থাকার মূল দায়িত্বটি হয়ে পড়েছে একেবারেই গৌণ। সর্বব্যাপী এদের
বিচরণের কারণে শিক্ষক হিসেবে এদের নিরপেক্ষতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। আমরা
মনে করি, এতে করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অনেক নিচে নেমে
গেছে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি একাডেমিক সেশনে ৩০ থেকে ৩২
সপ্তাহ ক্লাস হয়। বাকি সময় ছুটি থাকে।

ক্লাস নেয়া ব্যতীত অন্যান্য কাজের মধ্যে যেমন গবেষণা, প্রশাসন ও শিক্ষক-
শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ইত্যাদির জন্য কত সময় একজন শিক্ষককে কর্মস্থলে
উপস্থিত থাকতে হবে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে। সেই বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। এটি যাতে
লঙ্ঘিত না হয় বাস্তবায়িত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে প্রশাসনকে। পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাজের কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা আছে বলে মনে হয়
না, এখন সেই দায়বদ্ধতার কাঠামোটি দাঁড় করাতে হবে এবং তা নিয়মিত মনিটরিং
করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিবেচনা বাদ দিয়ে মেধা,
দৃষ্টিভঙ্গি, লিখিত পরীক্ষা, ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন প্রভৃতি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে
হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ প্যানেল পুল গঠন করা যেতে পারে। ১৯৭৩-এর
বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কারও করতে হবে।